রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, অক্টোবর ২৯, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(শুল্ক)

আদেশ

ঢাকা, ১২ই কার্তিক, ১৩৯৫/২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ৩১৫-আইন/৮৮/১১০৫/শুল্ক—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 21(c) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উহার Order No. S. R. O. 149-L/85/913/Cus, dated the 25th March, 1985 রহিত করিয়া, (১) বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, (২) বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিটর এবং (৩) ট্রেন লাইটিং কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট উৎপাদন বা সংযোজন করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীকৃত, বার্ষিক আমদানী স্বত্বের অনধিক, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের উপর পরিশোধকৃত মূল্যভিত্তিক ২০% হারের অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে প্রত্যর্পণ করার আদেশ প্রদান করিলেন:

(১) আমদানীকালে, মাল খালাসের নিমিত্ত জমাকৃত বিল অব এন্ট্রিসমূহে উৎপাদক-আমদানীকারক এই মর্মে ঘোষণা করিবেন যে, শুল্ক প্রত্যর্পণ দাবী করা হইবে;

(২) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের পরিমাণের ভিত্তিতে প্রতি একক উৎপাদিত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য উৎপাদক-আমদানীকারক শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তরের (ডেডো) পরিচালকের কাছে আবেদন করিবেন;

মূল্য: ৩০ পয়সা

(৩) উৎপাদনের প্রমাণ হিসাবে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্র, বিক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং শুল্ক পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে বিল অব এন্ট্রির কপিসহ শুল্ক পরিশোধের দুই বৎসর সময়ের মধ্যে ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যর্পণ দাবী করিয়া উৎপাদক-আমদানীকারক কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ খালাস প্রদানকারী শুল্ক ভবন বা শুল্ক স্টেশনের সংশ্লিষ্ট কালেক্টরের কাছে প্রত্যর্পণ আবেদন দাখিল করিবেন;

(৪) প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি (রুলস) অনুসারে সকল প্রত্যর্পণ দাবীর নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(৫) অন্যকোন আদেশে প্রত্যর্পণ প্রাপ্তির সুবিধা থাকিলে উৎপাদক-আমদানীকারক সে সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন তবে একই পণ্যের জন্য একাধিক প্রত্যর্পণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এই আদেশ শুধু ১৬ই জুন, ১৯৮৮ মোতাবেক ৩রা আষাঢ়, ১৩৯৫ তারিখে বা উহার পরে আমদানীকৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

আবদুল কাইউম

প্রথম সচিব (শুল্ক)।

[নথি নং-১০(৪৪)-কাস-১/৮২/]

(বিক্রয় কর)

আদেশ

ঢাকা, ১২ই কার্তিক, ১৩৯৫/২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৮

নং এস আর ও ৩১৬-আইন/৮৮/৬৯/বিক্রয় কর—Sales Tax Ordinance, 1982 (XVIII of 1982) এর Section 5A তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (১) বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, (২) বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিটর এবং (৩) ট্রেন লাইটিং কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট উৎপাদন বা সংযোজন করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীকৃত বার্ষিক আমদানী স্বত্বের অনধিক, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের উপর পরিশোধকৃত সমুদয় বিক্রয় কর নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ করার আদেশ প্রদান করিলেন:—

(১) আমদানীকালে, মাল খালাসের নিমিত্ত জমাকৃত বিল অব এন্ট্রিসমূহে উৎপাদক-আমদানীকারক এই মর্মে ঘোষণা করিবেন যে, বিক্রয় কর প্রত্যর্পণ দাবী করা হইবে;

(২) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের পরিমাণের ভিত্তিতে প্রতি একক উৎপাদিত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য উৎপাদন-আমদানীকারক শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তরের (ডেডো) পরিচালকের কাছে আবেদন করিবেন;

(৩) উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রমাণ হিসাবে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্র, বিক্রয় সংক্রান্ত ক্যাশমেমো এবং বিক্রয় কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে বিল অব এন্ট্রির কপিসহ বিক্রয় কর পরিশোধের দুই বৎসর সময়ের মধ্যে ডেডো কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রত্যর্পণ দাবী করিয়া উৎপাদক-আমদানীকারক কাঁচামাল বা যন্ত্রাংশ খালাস প্রদানকারী শুল্ক ভবন বা শুল্ক স্টেশনের সংশ্লিষ্ট কালেক্টরের কাছে প্রত্যর্পণ আবেদন দাখিল করিবেন;

(৪) প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি (রুলস্) অনুসারে সকল প্রত্যর্পণ নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(৫) অন্য কোন আদেশে প্রত্যর্পণ প্রাপ্তির সুবিধা থাকিলে উৎপাদক-আমদানীকারক সে সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন তবে একই পণ্যের জন্য একাধিক প্রত্যর্পণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২। এই আদেশ শুধু ১৬ই জুন, ১৯৮৮ মোতাবেক ৩রা আষাঢ়, ১৩৯৫ তারিখে বা উহার পরে আমদানীকৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

আবদুল কাইউম
প্রথম সচিব (শুল্ক)।

[নথি নং-১০(১৪)-কাস-১/৮২/]

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।